♦ অভিশ্রুতি (Umlaut)

অপিনিহিতির পরবর্তী স্তর অভিশ্রুতি। অপিনিহিত ই-কার বা উ-কার পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ হয়ে নতুন স্বরে পরিণত হয় অভিশ্রুতিতে। তাই অভিশ্রুতি হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে অপিনিহিত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি (ই-কার বা উ-কার) পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরবর্তী স্বরধ্বনিরও বিকৃতি ঘটায়। যেমন—করিয়া > কইর‍্যা (*অপিনিহিতি*) > করে (*অভিশ্রুতি*)। জানিয়া > জাইন্যা (*অপিনিহিতি*) > জেনে (*অভিশ্রুতি*), হাসিয়া > হাইস্যা (*অপিনিহিতি*) > হেসে (*অভিশ্রুতি*) ইত্যাদি।

অভিশ্রুত শব্দ বাঙ্‌লা আদর্শ চলিত ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্যে অপিনিহিত সংস্কৃত শব্দ দুর্লভ। এ থেকেই সিদ্ধান্ত করা চলে সংস্কৃত ভাষায় অভিশ্রুত শব্দের উদাহরণ খোঁজা পণ্ডশ্রম মাত্র।

♦ বর্ণবিপর্যয়, বিপর্যাস (Metathesis)

অনেক সময় উচ্চারণের অসাবধানতা, দ্রুততা বা শিথিলতার জন্য পদমধ্যস্থ দুটি ধ্বনি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করাকে বলে বিপর্যাস বা বর্ণবিপর্যয়। যেমন—হিনস্ + অ = সিংহ। বিপর্যাসের ফলে শব্দটি কিছুটা বিকৃত হয় বটে তবে সেই বিকৃত শব্দটি অনেকেই অনায়াসে ব্যবহার করে থাকেন। 'বেনারসী শাড়ী' তো প্রায় সবারই মুখে। ইংরাজী Benaras থেকে বিশেষণ বেনারসী আর 'বেনারস্' তো বারাণসীরই বিপর্যস্ত রূপ। এমনই দেহলী > Delhi (দিল্লী), Box > বাক্‌স > বাস্‌ক, Rickshaw > রিস্‌কা, মুকুট > মটুক, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

'স্বরভক্তি' থেকেও বিপর্যাস সৃষ্ট হতে পারে। যেমন—চক্র > চরকা, ভর্ত্তা > ভাতার।

প্রাকৃতের বিঅ < ইব (সংস্কৃত), পালির দহ < হ্রদ (সংস্কৃত) প্রভৃতি শব্দও বর্ণবিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত।

♦ মধ্য স্বরাগম (স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ) (Anaptyxis)

উচ্চারণের পরিশ্রম লাঘব করতে, ছন্দের প্রয়োজনে অথবা অনভ্যস্ত ধ্বনিগুচ্ছকে অভ্যস্ত বা সরল করতে অনেক সময় পদমধ্যস্থ দুটি যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি স্বরবর্ণের আগমন ঘটে এবং এই আগমনের ফলে যুক্ত ব্যঞ্জনদুটি বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার নামই মধ্য স্বরাগম, স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ। যেমন—'ইন্দ্র' থেকে ছন্দ বা সুরের প্রয়োজনে 'ইন্দর'। এমনই আনুমানিক ইন্দ্রা > ইন্দিরা, মনোহথ > মনোরথ ইত্যাদি। বাঙলা কবিতায় এই প্রক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি, শকতি < শক্তি।" "দুখ হবে মোর মাথার মাণিক সাথে যদি দাও ভকতি < ভক্তি", 'আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন। স্বপন < স্বপ্ন ইত্যাদি।